যায়যায়দিন
10 SEP 2008
১৩ ২

সেশনজট কমছে না চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে

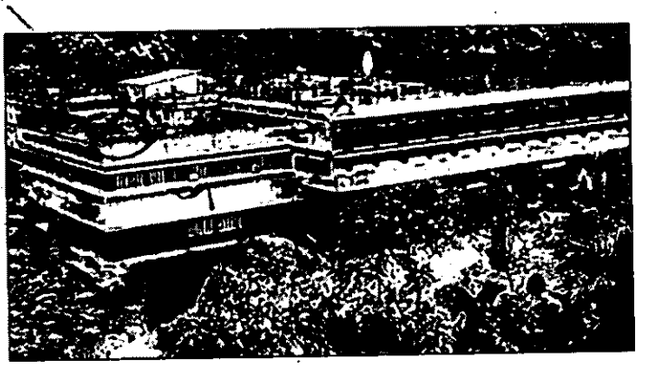

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের সর্ববৃহৎ উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। নৈসর্গিক সৌন্দর্যে ভরপুর এ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাজ করছে শিক্ষার সুষ্ঠু ও সুন্দর পরিবেশ।

জানা যায়, ১৯৬৬ সালে ব্যস্ত নগরীর কোলাহল থেকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত স্থানে চট্টগ্রাম মহানগরী থেকে ২২ কিলোমিটার উত্তরে হাটহাজারী উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়নের জঙ্গল পশ্চিম পট্টি মৌজার পাহাড়ঘেরা সবুজ উপত্যকায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার যথোপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা। এমনি স্থানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হলেও এ বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজটসহ নানা সমস্যা বিরাজ করছে। বিশেষত সেশনজটে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাজীবন ব্যাপকভাবে জর্জরিত।

এক সময় সহিংস ছাত্র রাজনীতির কারণে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকলেও বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রয়েছে। শিক্ষার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় থাকলেও সে অনুসারে সেশনজট কমছে না। যা ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাজীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে।

এদিকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা কমবেশি দেড় বছর থেকে তিন বছরের সেশনজটে পড়েছে। ফলে তাদের ঘাড়ে শিক্ষা জীবনের নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে এ অতিরিক্ত সময় চেপে বসেছে।

জানা গেছে, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের মাস্টার্সের শিক্ষার্থীদের ২০০৫ সালের মাস্টার্স পরীক্ষা বর্তমানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অথচ একই সঙ্গে ভর্তি হওয়া অন্য বিভাগের শিক্ষার্থীরা মাস্টার্স পাস করে চাকরি করছেন কয়েকবছর ধরে। একই অবস্থা ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগেও। ২০০০-২০০১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা ২০০৫ সালের মাস্টার্স পরীক্ষা সবেমাত্র শেষ করেছেন। আর ২০০২-২০০৩ সেশনে ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীরা এখনো অনার্সের গণ্ডি পার হতে পারেনি। অথচ তাদের একই সঙ্গে ভর্তি হওয়া একই ফ্যাকাল্টির অন্য বিভাগের বন্ধুরা অনেক আগে অনার্স শেষ করেছেন এবং কয়েকমাসের মধ্যে মাস্টার্সও শেষ করবেন। অন্যদিকে ১৯৯৯-২০০০ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হওয়া ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থীরা দীর্ঘ আট বছর পর মাস্টার্স পরীক্ষা দিচ্ছেন। অথচ তাদের সঙ্গে ভর্তি হওয়া অন্য বিভাগের শিক্ষার্থীরা মাস্টার্স পাস করে শিক্ষা জীবন শেষ করেছেন কয়েক বছর আগে।

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, ২০০১-২০০২ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হওয়া গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থীরা ৯ মাস আগে অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা শেষ করলেও এখনো তাদের রেজাল্ট প্রকাশিত হয়নি। অথচ এর এক বছর পরে ২০০২-২০০৩ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হওয়া ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষার্থীদের অনার্স পরীক্ষা ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে এবং পরীক্ষা শেষের আড়াই মাসের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ফলাফলও প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া আরো বাস্তব উদাহরণ হলো তাদের দুই শিক্ষাবর্ষ পরে ভর্তি হওয়া দর্শন বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের অনার্স পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে এবং এক মাসের মাথায় ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এ হলো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একই ফ্যাকাল্টির তিনটি বিভাগের চিত্র।

শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করে বলেন, শিক্ষকদের মধ্যকার বিরোধ, অতিরিক্ত রাজনীতি চর্চা, পেশাদারিত্বের অভাব, দায়িত্ব পালনে অবহেলা, নিয়মভঙ্গের সংস্কৃতি প্রভৃতি কারণে বিভিন্ন বিভাগে সেশনজট সৃষ্টি হচ্ছে। ইংরেজি বিভাগের ছাত্র মুহাম্মদ নিজাম উদ্দিন বলেন, সর্বোচ্চ তিন মাসের মধ্যে ফলাফল প্রকাশের নিয়ম থাকলেও সে নিয়ম অনেকে ভঙ্গ করে। ফলে ছাত্রছাত্রীরা অতিরিক্ত সেশনজটের মধ্যে পড়ে যায়। অথচ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ফলাফল প্রকাশ করা হলে শিক্ষার্থীরা অনেক অযথা সেশনজট থেকে রেহাই পেতো।

বাংলা বিভাগের মাস্টার্সের শিক্ষার্থীরা জানান, তারা ২০০০-২০০১ শিক্ষাবর্ষে বাংলা বিভাগে ভর্তি হয়ে এখনো বের হতে পারেনি। তাদের ২০০৫ সালের মাস্টার্স পরীক্ষা কখন অনুষ্ঠিত হবে তাও তারা নিশ্চিতভাবে জানেন না। এরকম অনিশ্চয়তার মধ্যে দিনাতিপাত করছে বাংলা বিভাগের মাস্টার্সের শিক্ষার্থীরা। অথচ তাদের সঙ্গে একই সেশনে ভর্তি হওয়া অন্য বিভাগের বন্ধুরা অনেক আগে মাস্টার্স শেষ করে ইতিমধ্যে চাকরি কিংবা অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। এভাবে মার্কেটিং, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং, অর্থনীতি, নৃ-বিজ্ঞান, ইংরেজি, ইসলামিক স্টাডিজ, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, পরিসংখ্যান, মাইক্রোবায়োলজি, ফলিত পদার্থবিদ্যা, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা ইত্যাদি বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা কমবেশি সেশনজটে জর্জরিত।

ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে অন্য যে কোনো সময়ের চেয়ে শান্তিপূর্ণ ও সুন্দর পরিবেশ বজায় থাকলেও তাকে কাজে লাগিয়ে সেশনজট কমানো যাচ্ছে না। নির্ধারিত সময়ে ক্লাস শেষ না করা ও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফলাফল প্রকাশ না করার কারণে সেশনজট শেষ হচ্ছে না বলে তারা জানান।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. এম বদিউল আলম বলেন, সেশনজট ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি বিরাট অভিশাপ। এ থেকে তাদের মুক্তি দেয়ার জন্য বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন খুবই আন্তরিক। আমি ইতিমধ্যে শিক্ষকদের সঙ্গে বিভিন্ন পর্ষদে বসে এ বিষয়ে দিকনির্দেশনা দিয়েছি যাতে যে কোনো মূল্যে সেশনজট কমানো যায়। আমি আশা করছি খুব অল্প সময়ের মধ্যে সেশনজট কমে আসবে এবং তা সবার কাছে দৃশ্যমান হবে।

আহমদ ইমরানুল আজিজ